সাগর সঙ্গমে

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এক দিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল ; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল ; নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবা পুরুষ, এই দুই জন মাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্তা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কত দূর যেতে পারবি?" মাঝি কিছু ইতস্তত করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, "মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, "ব্যস্ত হব না? বল কি, বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সম্বৎসর খাবে কী?"

এ সংবাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে পশ্চাদাগত অন্য যাত্রীর মুখে

পাইয়াছিলেন। যুবা কহিলেন, "আমি ত পূর্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক আর কেহ নাই—মহাশয়ের আসা ভালো হয় নাই।"

প্রাচীন পূর্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আস্‌ব না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম করিব না ত কবে করিব?"

যুবা কহিলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"

যুবা উত্তর করিলেন, "আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড়ো সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে কহিতে লাগিলেন, "আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।"

নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহাই একতানমনা হইয়া বৃদ্ধ শুনিতেছিলেন।

একজন নাবিক অপরকে কহিতেছিল, "ও ভাই—এ ত বড়ো কাজটা খারাবি হলো—এখন কি বার-দরিয়ায় পড়লেম—কী কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝতেই পারি না।"

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ বুঝিলেন যে, কোনো বিপদ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, কি হয়েছে?" মাঝি উত্তর করিল না। কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দিক অতি গাঢ় কুজ্‌ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে ; আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল কোন্ দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন, নাবিকদের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না—পাছে বাহির-সমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যান, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিমনিবারণ জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু নব্য যাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন ; তখন নৌকামধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়েকটি স্ত্রীলোক নৌকামধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্তনাদ করিয়া উঠিল। প্রাচীন কহিল, "কেনারায় পড়! কেনারায় পড়! কেনারায় পড়!"

নব্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেনারা কোথা, তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ্ হইবে কেন?"

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নব্য যাত্রী

কোনো মতে তাহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিকদিগকে কহিলেন, "আশঙ্কার বিষয় কিছু নাই, প্রভাত হইয়াছে চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্যোদয় হইবে। চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক্ ; পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তনদুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ। বেশি বাতাস নাই। সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলনকম্প বড়ো জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দ বিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই—সেই কেবল কাঁদিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমত সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচ পীরের নাম কীর্তিত করিয়া মহাকোলাহল করিয়া উঠিল। যাত্রীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি! কি! মাঝি, কি হইয়াছে?" মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, "রোদ উঠেছে! রোদ উঠেছে! ওই দেখ ডাঙ্গা!" যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্যসহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সূর্য প্রকাশ হইয়াছে। কুজ্ঝটিকার অন্ধকার রাশি হইতে দিঙ্মণ্ডল একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে। বেলা প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহনা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এককূল নৌকার অতি নিকটবর্তী বটে,—এমন কি, পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকেই দেখা যায় অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালাপ্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগনসহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল, সচরাচর সকর্দম নদীজলবর্ণ ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ। আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন ; তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতে ছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌতপ্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলে দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ সৈকতভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে "রসুলপুরের নদী" নাম ধারণ করিয়াছে।

(সংক্ষেপিত)

পাঠ সহায়

শব্দার্থ : **তৎকালে**—সে সময়ে। **নাবিক দস্যু**—যারা নদী বা সমুদ্রে যাতায়াতকারী নৌকা বা জাহাজে ডাকাতি করে। **কুজ্ঝটিকা**—কুয়াশা। **দিঙ্‌নিরূপণ**—দিক স্থির করা। **বহর**—বহু নৌকার সমষ্টি। **সম্বৎসর**—সারা বছর। **পশ্চাদাগত**—যারা পেছনে এসেছিল। **একতানমনা**—একাগ্রমনে। **দরিয়া**—সমুদ্র। **প্রতীক্ষা**—অপেক্ষা। **আর্তনাদ**—ভয়ে চিৎকার। **তদনুরূপ**—সেরূপ। **রবিরশ্মিমালাপ্রদীপ্ত**—সূর্যের কিরণে উজ্জ্বল। **কলধৌত প্রবাহবৎ**—কলকল শব্দ করে ধোয়া জলের প্রবাহের মতো। **সৈকতভূমি খণ্ডে**—তীরের মাটিতে।

লেখক-পরিচিতি : *সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটির নিকটবর্তী কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ছ-বছর বয়সে পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে ইংরেজি স্কুলে ভরতি হন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম যে দুজন বি.এ. পাশ করেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের একজন। কর্মসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কর্মে থাকা অবস্থাতেই সাহিত্যচর্চা করতেন। তিনি মোট চোদ্দোখানা উপন্যাস লিখেছেন। এ ছাড়া কিছু প্রবন্ধ ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত আনন্দমঠ উপন্যাসেই 'বন্দে মাতরম্' গানটি স্থান পায়। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী, রাজসিংহ, দুর্গেশনন্দিনী, কমলাকান্তের দপ্তর প্রভৃতি। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র মারা যান।*

বিষয়-পরিচিতি : *আলোচ্য 'সাগর সঙ্গমে' পাঠ্যাংশে আগেকার দিনে হিন্দুদের নৌকাপথে গঙ্গাসাগরে যাবার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। গঙ্গাসাগর হতে ফেরার পথে রাত্রি শেষে নৌকা পথভ্রষ্ট হয়ে মহা বিপদের মধ্যে পড়ে। সকলেই কান্নাকাটি করে কেবলমাত্র একজন কাঁদেনি। কারণ সে তার ছেলেকে জলে বিসর্জন দিয়ে এসেছে। পরে ভোর হলে দেখা যায় নৌকা এক নদীর মোহনায় এসে উপস্থিত। যার বর্তমান নাম রসুলপুরের নদী।*

উৎস : *'সাগর সঙ্গমে' পাঠ্যাংশ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস হতে গৃহীত হয়েছে।*

জেনে রাখো :

দরিয়ার পাঁচ পীর : *নৌকার মুসলমান মাঝিদের উপাস্য বদর গাজি প্রভৃতি পাঁচজন ফকির। মুসলমান মাঝিদের বিশ্বাস যে, নদীতে সমুদ্রে বিপদে পড়লে এই পাঁচপীরের নাম করলে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।*

গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন : *আগেকার দিনে হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল যে, যে সমস্ত নারীর সন্তান হয় না, তারা যদি গঙ্গার কাছে মানত করে তবে তাদের সন্তান জন্মলাভ করলে প্রথম সন্তানকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে হয়। পরবর্তী কালে ইংরেজ আমলে আইন করে এই কুপ্রথা রদ করা হয়।*

হাতে কলমে

১। নীচের সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) 'সাগর সঙ্গমে' পাঠ্যাংশের লেখক—(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রফুল্লচন্দ্র রায়/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

(খ) পাঠ্যাংশ উদ্ধৃত হয়েছে যে বই থেকে—(ভ্রান্তিবিলাস/আনন্দমঠ/কপালকুণ্ডলা/পথে প্রবাসে)।

(গ) পাঠ্যাংশে যে স্থানের বর্ণনা আছে সে স্থানটি বর্তমানে— (বাংলাদেশে/দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়/পূর্ব মেদিনীপুরে/পশ্চিম মেদিনীপুরে)।

(ঘ) যে সময়ের কথা বলা হয়েছে সে সময়টি হল— (শীতকাল/বসন্তকাল/শরৎকাল/হেমন্তকাল)।

(ঙ) 'বক্তার স্বর অত্যন্ত কাতর' বক্তা হলেন—(নৌকার আরোহী জনৈক বৃদ্ধ/নৌকার আরোহী একজন মহিলা/যুবা পুরুষ/নৌকার একজন মাঝি)।

২। নীচের সঠিক বাক্যটির পাশে 'শু' এবং ভুল বাক্যটির পাশে 'অ' লেখো :

(ক) 'সাগর সঙ্গমে' পাঠ্যাংশের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(খ) এই লেখকের লেখা একখানা বিখ্যাত উপন্যাস কপালকুণ্ডলা।

(গ) যাত্রীরা নৌকা করে গঙ্গাসাগর গিয়েছিল।

(ঘ) বৃদ্ধ সাগর দেখার জন্য এসেছিল।

(ঙ) নৌকার সকল যাত্রীই ভয়ে কেঁদেছিল।

৩। দু-একটি শব্দে বা বাক্যে উত্তর দাও :

(ক) 'সাগর সঙ্গমে'-পাঠ্যাংশের লেখক কে?

(খ) পাঠ্যাংশে সাগর বলতে কোন্ সাগরকে বুঝিয়েছে?

(গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা দু-খানা বিখ্যাত উপন্যাসের নাম করো।

(ঘ) কারা দরিয়ার পাঁচ পীরের নাম করছিল?

(ঙ) যুবার গঙ্গাসাগরে আসার উদ্দেশ্য কী ছিল?

(চ) 'সেই কেবল কাঁদিল না।'—সে কে?

(ছ) 'এই নদী এক্ষণে 'রসুলপুরের নদী' নাম ধারণ করিয়াছে।'—লাইনটি কোন্ পাঠ্যাংশে পড়েছ?

(জ) আগেকার দিনে লোক গঙ্গাসাগর কীভাবে যেত?

(ঝ) 'গঙ্গাসাগর' কোন্ স্থানকে বোঝায়?

(ঞ) 'বহর' শব্দের অর্থ কী?

(ট) লোক তীর্থদর্শনে আসে কেন?

(ঠ) পরকালের কর্ম বলতে কী বোঝ?

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

(ক) বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হয়ে মাঝিকে তিরস্কার করছিল কেন? বৃদ্ধকে যুবক কী বলেছিল?

(খ) 'কিন্তু নৌকারোহীরা সঙ্গীহীন।'—উদ্ধৃতাংশ কোথায় পড়েছ? উদ্ধৃতাংশের প্রসঙ্গ কী লেখো।

(গ) 'মহাশয়ের আসা ভালো হয় নাই।'—বক্তা কে? বক্তার এরূপ উক্তির কারণ বিশ্লেষণ করো।

(ঘ) 'আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।'—বক্তা কে? বক্তা কী দেখে এরূপ উক্তি করেছিল যা জন্মজন্মান্তরেও ভোলার নয়।

(ঙ) 'এত বড়ো কাজটা খারাবী হলো।'—কে কাকে একথা বলেছে? কী কাজ সম্বন্ধে সে একথা বলেছে?

(চ) টীকা লেখো : দরিয়ার পাঁচ পীর, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন।

৫। বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

(ক) পাঠ্যাংশের নামকরণের সার্থকতা প্রতিপন্ন করো।

(খ) আগেকার দিনে গঙ্গাসাগরে যাতায়াত সম্বন্ধে পাঠ থেকে কী জানা যায়?

(গ) যুবক ও বৃদ্ধের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তা নিজের ভাষায় লেখো।

(ঘ) গঙ্গাসাগর হতে প্রত্যাবর্তন কালে যাত্রীরা যে বিপদে পড়েছিল তা বর্ণনা করো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

৬। শব্দার্থ লেখো :

কুজ্‌ঝটিকা, তিরস্কার, সম্বৎসর, পশ্চাদাগত, পরকাল, সশঙ্কচিত্তে, প্রতীক্ষা, আর্তনাদ, দিঙমণ্ডল, মোহনা, সকর্দম, সৈকতভূমি, দরিয়া।

৭। সন্ধিবিচ্ছেদ করো :

প্রত্যাগমন, নৌকারোহী, ইতস্তত, মহাশয়, চতুর্দিক, সূর্যোদয়, সম্মত, দিগন্ত, যাতায়াত, প্রহরাতীত, কথোপকথন, জগদীশ্বর।

৮। পদান্তর করো :

বৎসর, মাস, ভয়, নিশ্চয়তা, দূর, ক্রুদ্ধ, উগ্র, ব্যস্ত, সাধ, মৃদু, প্রভাত, ঔৎসুক্য।

৯। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

পূর্বে, প্রত্যাগমন, ভয়, দূরে, নিদ্রা, প্রাচীন, যুবা, ক্রুদ্ধ, উগ্র, মূর্খ, ভালো, উপস্থিত, সশঙ্কচিত্তে, উত্তর, প্রভাত, বৃদ্ধি, নিশ্চিত, বিসর্জন, অনতিদূরে, জগৎ।

১০। সমার্থক শব্দ লেখো :

রাত্রি, হাত, সাগর, বাতাস, সূর্য।

১১। নীচের স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো :

(ক) প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের **রাত্রিশেষে** একখানি যাত্রীর **নৌকা গঙ্গাসাগর** হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল।

(খ) **বক্তার** স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর।

(গ) তখন **নৌকামধ্যে** মহাকোলাহল পড়িয়া গেল।
(ঘ) **তোমরা** এক্ষণে বাহন বন্ধ করো।
(ঙ) এই **নদী** এক্ষণে 'রসুলপুরের নদী' নাম ধারণ করিয়াছে।

১২। **সমাস নির্ণয় করো :**

গঙ্গাসাগর, নৌকাবাহী, নাবিকদস্যু, জগদীশ্বর, ভয়কাতর, সশঙ্ক।

১৩। **চলিত ভাষায় রূপান্তর করো :**

অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ। বেশি বাতাস নেই। সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলনকম্প বড় জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই—সেই কেবল কাঁদিল না।

১৪। **হাত শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে তিনটি বাক্য রচনা করো।**